প্রতারণার মামলায় বিদিশার জামিন আবেদন নামঞ্জুর



সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

প্রতারণার মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ড পাওয়া সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাবেক স্ত্রী বিদিশা সিদ্দিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার শর্তে তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।

বুধবার (২৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনাইদ এ আদেশ দেন। বিদিশার আইনজীবী আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গত ২০ মে একই মামলায় বিদিশাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলম। তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। জরিমানা দিতে না পারলে আরও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়।

সাজা পরোয়ানা পাওয়ার পর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলশান-২ এলাকার অ্যারাবিকা রেস্টুরেন্ট থেকে বিদিশাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মামলার এজাহার ও নথি থেকে জানা যায়, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যবসায়ী মোশাররফ হোসেন মামলাটি করেন। তাঁর অভিযোগ, ২০০১ সালে বারিধারায় একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য বিদিশার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। পরে প্রেসিডেন্ট পার্কের একটি ফ্ল্যাট ৮০ লাখ টাকায় বিক্রির বিষয়ে চুক্তি হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই চুক্তির পর ৭৫ লাখ টাকা বিদিশার মনোনীত ব্যক্তি ও বন্ধু আব্দুল রাজ্জাকের নামে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করেন মোশাররফ। পরে তাঁদের মধ্যে বায়নানামাও হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়ার পর বাকি টাকা নিয়ে ফ্ল্যাটটি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার কথা ছিল। ২০০২ সালের ১০ জুলাইয়ের মধ্যে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন বাদী।

পরে ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিলে টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হয়। একপর্যায়ে ২০০৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ৭২ লাখ টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেকটি ডিজঅনার হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, এরপরও বিভিন্নভাবে সময় পার করা হয়। টাকা ফেরত বা ফ্ল্যাট বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বললে বাদীকে ভয় দেখানো এবং হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

মামলার বাদী অভিযোগ করেন, বিদিশা তাঁকে জানিয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার পর তাঁর পাওনা পরিশোধ করা হবে।